

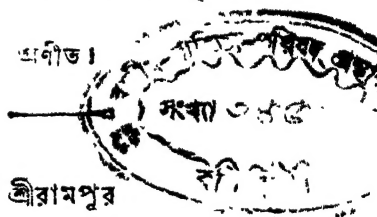
ব্যাকরণসার ।



হয়েড়া গবর্ণমেন্ট সাহায্যরূত বঙ্গবিদ্যালয়ের
ব্যবহারার্থ ।



৮ বিশ্বম্ভর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক



তমোহর বস্ত্রে তৃতীয়বার মুদ্রিত ।



ক্রিষ্ট বি, এম, সেন কর্তৃক প্রকাশিত ।

সংখ্যা ১৯২৪ ।

মূল্য চারি আনা ।

B. M. Son Printer.

ভূমিকা ।

—*—*—*—

বাঙ্গালা ভাষার উৎকৃষ্ট প্রণালীসিদ্ধ প্রথমপাঠ্য ব্যাকরণ এক খানিও প্রকটিত হয় নাই। এই অসম্ভাব প্রযুক্ত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের যে বিশেষ অসুবিধা ঘটিতেছে তাহা বলা বাহুল্য। আমি ঐ অসুবিধা দূরীকরণ মানসে “উপক্রমণিকা” ও “মুকুবোধ” ব্যাকরণ অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক খানি সংগ্রহ করিলান। ইহাতে সংক্ষেপতঃ ব্যাকরণের সারাংশ অতি সরল ভাষায় সঙ্কলিত হইয়াছে এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ইংরাজী ব্যাকরণের “কী” অর্থাৎ টীকার প্রণালী অনুসারে ভূরি ভূবি উদাহরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য যে কতদূর সিদ্ধ হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না।

এই খানি সমুদায় লেখা হইলে শান্তিপুর বিভাগের ডেপুটি স্কুল ইন্স্পেক্টর জীযুক্ত বারু জীপতি মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখিতে দিই তিনি ইহার কোন কোন অংশ পাঠ করিয়া মুদ্রিত করণের আদেশ করেন, তদনুসারে আমি সাহসপূর্বক ইহা মুদ্রাঙ্কণে প্রবৃত্ত হইলাম।

পারিশেবে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি
যে, সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক ত্রিযুক্ত চন্দ্র-
কান্ত তর্কভূষণ মহাশয় ইহার আদ্যোপান্ত সংশোধন
করিয়া দিয়াছেন।

ইরেডা গবর্নমেন্ট সাহায্য-

কৃত বঙ্গবিদ্যালয়।

সংবৎ ১৯১৮। ভাদ্র।

শ্রীনিখত্র শর্মাণঃ।

ব্যাকরণসার ।

বর্ণ ।

১। অ আ ই ক খ গ ইত্যাদি প্রত্যেকে এক একটি বর্ণ। বর্ণ সমুদায়ে আটচল্লিশটি যথা, অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ ৯ এ ঐ ও ঔ । ক খ গ ঘ ঙ, চ ছ জ ঝ ঞ, ট ঠ ড ঢ ণ, ত থ দ ধ ন, প ফ ব ভ ম, য র ল ব, শ ষ স হ, ২৪। এই সকল বর্ণ দুই ভাগে বিভক্ত, স্বর ও ব্যঞ্জন ।

২। স্বর বর্ণ—অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ ৯ এ ঐ ও ঔ এই ত্রয়োদশ বর্ণ স্বর । ইহাদের মধ্যে অ ই উ ঋ ৯ এই পাঁচটি স্বর দ্রুত । আ ঈ ঊ ঌ এ ঐ ও ঔ এই আটটি স্বর দীর্ঘ ।

৩। বাঞ্জন বর্ণ—ক খ গ ঘ ঙ, চ ছ জ ঝ ঞ, ট ঠ ড ঢ ণ, ত থ দ ধ ন, প ফ ব ভ ম, য র ল ব, শ ষ স হ, ২ঃ। এই পঁয়ত্রিশটি বর্ণ বাঞ্জন। ইহাদের মধ্যে ক অবধি পঁচিশটি বর্ণকে স্পর্শ বর্ণ বলে। য র ল ব এই চারিটিকে অনুঃস্থ বর্ণ বলে। শ ষ স হ এই চারিটিকে উগ্ৰ বর্ণ বলে। এবং ২ (অনুস্বার) ও ২ঃ (বিসর্গ) এই দুইটি বর্ণকে অযোগবাহ বলে।

৪। সমুদায় স্পর্শ বর্ণ পঁচ বর্ণে বিভক্ত ; যথা কবর্ণ চবর্ণ টবর্ণ তবর্ণ ও পবর্ণ। ক খ গ ঘ ঙ এই পঁচটি কবর্ণ ; চ ছ জ ঝ ঞ এই পঁচটি চবর্ণ ; ট ঠ ড ঢ ণ এই পঁচটি টবর্ণ ; ত থ দ ধ ন এই পঁচটি তবর্ণ ; প ফ ব ভ ম এই পঁচটি পবর্ণ।

বর্ণের উচ্চারণস্থান নিয়ম।

৫। অ আ ই ইহাদের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ, ইহাদিগকে কণ্ঠ্য বর্ণ বলে।

৬। ক খ গ ঘ ঙ ইহাদের উচ্চারণ স্থান জিহ্বামূল, ইহাদিগকে জিহ্বামূলীয় বর্ণ বলে।

৭। ই ঈ চ ছ জ ঝ ঞ য শ ইহাদের উচ্চারণ স্থান তালু, ইহাদিগকে তালব্য বর্ণ বলে।

৮। ঋ ঌ ট ঠ ড ঢ ণ র য ইহাদের উচ্চারণ স্থান মূৰ্দ্ধা, ইহাদিগকে মূৰ্দ্ধণ্য বর্ণ বলে।

৯। ত থ দ ধ ন ল স ইহাদের উচ্চারণ স্থান দন্ত, ইহাদিগকে দন্ত্য বর্ণ বলে।

১০। উ ঊ প ফ ব ভ ম ইহাদের উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ, ইহাদিগকে ওষ্ঠ্য বর্ণ বলে।

১১। এ ঐ ইহাদের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ ও তালু, ইহাদিগকে কণ্ঠ্যতালব্য বর্ণ বলে।

১২। ও ঔ ইহাদের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ ও ওষ্ঠ, ইহাদিগকে কণ্ঠ্যোষ্ঠ্য বর্ণ বলে।

১৩। অন্তঃস্থ বকারের উচ্চারণ স্থান দন্ত ও ওষ্ঠ, ইহাকে দন্ত্যোষ্ঠ বর্ণ বলে।

১৪। ং অনুস্বারের উচ্চারণ স্থান নাসিকা, ইহাকে অনুনাসিক বর্ণ বলে।

১৫। ঃ বিসর্গ যখন যে স্বরের পর থাকে, সেই স্বরের উচ্চারণ স্থানই তাহার উচ্চারণ স্থান।

১৬। ঙ ঞ ণ ন ম ইহারা নাসিকা হইতেও

উচ্চারিত হয়, এই নিমিত্ত ইহাদিগকে অনু-
নাসিক বর্ণও বলে ।

১৭। স্বরবর্ণের আকৃতি দুই প্রকার; স্বাভা-
বিক আকৃতি ও সংযোগাকৃতি । যথা, অ আ
ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ ঐ এ ঐ ও ঔ ।

। ি ি ি ২ ২ ২ ২ ২ টে টে টে ।

১৮। স্বরবর্ণ, তাহার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন বর্ণে
সংযুক্ত হয় ।

এইরূপ সংযুক্ত বর্ণকে যুক্তাক্ষর বলে না যেমন,
ক্+অ=ক; ক্+আ=কা; ক্+ই=কি ইত্যাদি ।

১৯। দুই বা তদধিক ব্যঞ্জন বর্ণের সংযো-
গকে যুক্তাক্ষর বলে । যথা ক্ষ স্ত স্প ।

২০। যে ব্যঞ্জন বর্ণে কোন স্বর যুক্ত নাই
তাহার অধোভাগে (্) এই চিহ্ন থাকে ।
যথা, স ন্ দ্ * ।

* ছাত্রেরা নিম্ন লিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর করিবে ।

ক এবং ক্ এই দুয়ের প্রভেদ কি ?

মন, মানা, কোণ, কোন্, অস্প, বৃক্ষ, বীক্ষণ, আকীর্ণ, উত্থান,
স্বদেশ, নিকৃপদ্রব, উৎপাত, জ্যোৎস্না, বিদ্যুৎ এই সকল শব্দে
কয়টি করিয়া বর্ণ আছে ?

দিবস, চক্র, কুশ, দেব, মহা, চিত্তা, প্রতি, বধু, পিতৃ, পো,
তৎ, দিক্, চতুঃ, ত্রি, কে, টৈ, এই শব্দগুলির শেষাক্ষর কি ?

সন্ধি ।

২১। এক বর্ণের সহিত অন্য বর্ণের মিলনের নাম সন্ধি । সন্ধি দুই প্রকার; স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি । স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের মিলনের নাম স্বরসন্ধি । ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত ব্যঞ্জন বর্ণ অথবা স্বরবর্ণের মিলনের নাম ব্যঞ্জনসন্ধি ।*

স্বরসন্ধি ।

২২। অকারের পর অকার কিংবা আকার থাকিলে উভয়ের মিলিয়া আকার হয় । আকার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় ।

যথা, দিবস—অবধি দিবসাবধি; চক্র—অন্ত চক্রান্ত; কুশ—আমন কুশামন; দেবালয় ।

২৩। আকারের পর অকার কিংবা আকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আকার হয় । আকার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় ।

যথা, মহা—অর্ঘ্য মহার্ঘ্য; চিন্তা—অর্ণব চিন্তাৰ্ণব; মহা—আশয় মহাশয়; মহা—আড়ম্বর মহাডম্বর ।

২৪। ইকারের পর ই কিংবা ঐ থাকিলে
উভয়ে মিলিয়া ঙ্কার হয়। ঙ্কার পূর্ববর্ণে
যুক্ত হয়।

যথা, প্রতি-ইতি প্রতীতি; অতি-ইব অতীব;
পরি-ঈক্ষা পরীক্ষা।

২৫। ঙ্কারের পর ই কিংবা ঐ থাকিলে
উভয়ে মিলিয়া ঙ্কার হয়। ঙ্কার পূর্ববর্ণে
যুক্ত হয়।

যথা, মহী-ইন্দ্র মহীন্দ্র; মহী-ঈশ্বর মহীশ্বর;
লক্ষী-ঈশ লক্ষীশ।

২৬। উকারের পর উ কিংবা উ থাকিলে
উভয়ে মিলিয়া উ হয়। উকার পূর্ববর্ণে
যুক্ত হয়।

যথা, বিধু-উদয় বিধুদয়; মনু-উক্তি মনুক্তি;
লঘু-উর্দ্ধি লঘুর্দ্ধি।

২৭। উকারের পর উ কিংবা উ থাকিলে
উভয়ে মিলিয়া উ হয়। উকার পূর্ববর্ণে
যুক্ত হয়।

যথা, বধু-উৎসব বধুৎসব;

২৮। ঞ্কারের পর ঞ্কার থাকিলে উভয়ে
মিলিয়া ঞ্কার হয়। ঞ্কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

যথা, পিতৃ-ঞগ পিতৃগ; জাতৃ-ঞজি জাতৃজি।

নিম্ন লিখিত পদগুলির সন্ধি নিষ্কাশন পদ দ্বির কর।

শাশু	—	সহতী	—	ইচ্ছা
বাঁশ	—	না	—	না
প্রতি	—	না	—	না
অনি	—	ইচ্ছা	—	না
ভ্রাতৃ	—	সহতী	—	না
গদা	—	আঘাত	—	না
কবি	—	ঈশ্বর	মানস	—
বন	—	অন্তর	নীমা	—
অধি	—	ঈশ্বর	অধি	—
রক্ষণ	—	অবেক্ষণ	মধু	—
বিভু	—	উপদেশ	মশা	—
মুর	—	অরি	গিরি	—
বার্তা	—	অবগত	অতি	—
দয়া	—	অবি	—	—
অতি	—	ইচ্ছা	—	—
কথা	—	অন্তর	মিতি	—
বেদ	—	অন্ত	সুখা	—
সম্ভা	—	অবধি	কম্প	—

২৯। অকারের পর ই কিংবা ঈ থাকিলে
উভয়ে মিলিয়া একার হয়। ইকার পূর্ববর্ণে
যুক্ত হয়।

যথা, 'দেব-ইন্দ্র দেবেন্দ্র, ইক্ষণ অবৈক্ষণ;
শ্রবণ-ইন্দ্রিয় অবগেন্দ্রিয়, ইচ্ছা প্রাপ-
নোচ্ছা।

৩০। অকারের পর ই কিংবা ঈ থাকিলে
উভয়ে মিলিয়া একার হয়। একার পূর্ববর্ণে
যুক্ত হয়।

যথা, 'রস-ইন্দ্র রসেন্দ্র; রসনা-ইন্দ্রিয় রসেন্দ্রিয়;
উদ্য-গন্ধ উদ্যেন্দ্র।

৩১। অকারের পর উ কিংবা উ থাকিলে
উভয়ে মিলিয়া ওকার হয়। ওকার পূর্ববর্ণে
যুক্ত হয়।

যথা, চন্দ্র-উদয় চন্দ্রোদয়; উষ্ণ-উদক উষ্ণো-
দক, বায়-উক বায়োক।

৩২। অকারের পর উ কিংবা উ থাকিলে
উভয়ে মিলিয়া ওকার হয়। ওকার পূর্ববর্ণে
যুক্ত হয়।

যথা, গন্ধ-উদক গন্ধোদক; গৃহা-উৎসব
নহেৎসব; গন্ধা-উর্দ্ধি গন্ধোর্দ্ধি।

৩৩। অকার কিংবা আকারের পর ঋ

থাকিলে উভয়ে মিলিয়া অর্ হয়। অকার পূর্ববর্গে যুক্ত হয় এবং র পরবর্গের মস্তকে যায়।

যথা, দেব—ঋষি । উত্তম—ঋণ উত্তমর্গ; মদ—ঋষি মহর্ষি।

৩৪। অকারের পর এ কিংবা ঐ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঐকার হয়। ঐকার পূর্ববর্গে যুক্ত হয়।

যথা, জন—এক জনৈক; সর্ক—এব সর্কৈব ।
ঐকা মটেক্য।

৩৫। আকারের পর এ কিংবা ঐ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঐকার হয়। ঐকার পূর্ববর্গে যুক্ত হয়।

যথা, সদা—এব সর্দৈব; মহা—ঐশ্বর্য্য মটৈশ্বর্য্য;
মহা—ঐরাবিতঃস্রটৈহরাবত।

৩৬। অকারের পর ও কিংবা ঔ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঔকার হয়। ঔকার পূর্ববর্গে যুক্ত হয়।

যথা, জল—ওষ জলৌষ; স্থল—ওতু স্থলৌতু;
গত—ঔৎসুকা গতৌৎসুকা; চিত্ত—ঔদার্য্য চিত্তৌ-
দার্য্য।

৩৭। আকারের পর ও কিংবা ঔ থাকিলে

উভয়ে মিলিয়া ঔকার হয়। ঔকার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

যথা; মহা—ওষধি মহৌষধি, মহা—ঔদার্য্য মহৌদার্য্য; সদা—ঔৎসুক্য সদৌৎসুক্য।

এমনিধিত শব্দগুলির নিষ্কার পদ স্থির কর।

ই	—	ইজ	হর্ষ	—	উৎসাহ
পু	—	ইজু	মহা	—	উদয়
ঈ	—	ঈশ	ক্ষুদ্র	—	ঐরাবত
উ	—	ঔদাস্য	মহা	—	ঔদরিক
জ	—	উজ্জাস	রাজা	—	ঋষি
এ	—	উনবিংশতি	পরম	—	ঈশ্বর
য	—	ওক	এক	—	এক
ত	—	ঐশ্বর্য্য	উষ্ণ	—	উৎস
ন	—	ঈশ	পর্কাত	—	উদ্ধ
হ	—	ইচ্ছা	হিম	—	কতু
অ	—	উৎকর্ষ	কম্প	—	ওষধি
ম	—	ঈশ্বর	মর্ক	—	উৎকট

৩৮। ই ঈ তিন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ই ঈ স্থানে য্ হয়। য্ পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর য্কারে যুক্ত হয়।

যথা, জতি—অন্ত অতান্ত, যদি—অপি বদাপি,
নদী—অম্বু নদ্যম্বু; মহী—অধিপতি মহাধিপতি ।

৩৯। উ উ ভিন্ন স্বরবর্ণ পুরে থাকিলে
উ উ স্থানে ব্ হয়। ব্ পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়
এবং পরের স্বর ব্কারে যুক্ত হয়।

যথা, অন্ন—অয় অম্বয়; অন্ন—এষণ অন্নেবণ; গুৰু—
ঈ গুরুী; বধু—আদি বধাদি ।

৪০। ঋ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ঋ
স্থানে র্ হয়। র্ পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং
পরের স্বর র্কারে যুক্ত হয়।

যথা, মাতৃ—আদেশ মাত্রাদেশ; পিতৃ—আলয়
পিত্রালয়; ধাতৃ—দেশ ধাত্রীশ ।

৪১। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে এ স্থানে অয়্
এবং ঐ স্থানে আয়্ হয়। অ এবং আ পূর্ব-
বর্ণে যুক্ত হয় আর পরের স্বর য্ভে যুক্ত হয়।

যথা, নে—অন নয়ন, নৈ—অক নায়ক, শে—
অন শয়ন; শৈ—ঈ শায়ী ।

৪২। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ও স্থানে অব্
এবং ঔ স্থানে আব্ হয়। অ এবং আ পূর্ব-
বর্ণে যুক্ত হয় আর পরের স্বর ব্কারে যুক্ত
হয়।

যথা, হো—অন ভবন ; পো—অন পবন ; ভো—
উক ভাবুক ; নো—ইক নাবিক ; পো—অন পাবন ।

নিম্ন দিখিত শব্দগুলিতে সন্ধি হইয়া
কি কি পদ হইবে ?

সাধু	—	ঈ	অতি	—	উদয়
অধি	—	এতা	কটু	—	অল্প
সখী	—	উক্তি	নিম্নো	—	অ
মু.	—	আগত	অতি	—	আচার
অতি	—	ঐশ্বর্য	চক্ষু	—	আঘাত
জানাতৃ	—	অভিভব	বায়ু	—	আকাশ
পো	—	ইত্র	স্তো	—	অক
প্রতি	—	আগমন	অসু	—	ইত
অধি	—	আপনা	সরসু	—	অধু
বিশেষ	—	অক	পরি	—	আলোচনা
অধি	—	অবসায়	অতি	—	উক্তি
প্রতি	—	এক	উপরি	—	উপরি
বায়ু	—	অগ্নি	গিরি	—	উপরি
দো	—	অ	নদী	—	উর্দ্ধম্

বাক্যনমস্কি।

৪৩। চ কিংবা ছ পরে থাকিলে ত্ ও দ্ স্থানে চ্ হয়।

যথা, তৎ—চেতা তচ্চেতা; বৃহৎ—হিঙ্গ্র বৃহচ্ছিঙ্গ্র;
সম্পদ—চিন্তা সম্পচ্চিন্তা; শরদ—চন্দ্র শরচ্চন্দ্র;
প্রতিপদ—চন্দ্র প্রতিপচ্চন্দ্র।

৪৪। জ কিংবা ঝ পরে থাকিলে ত্ ও দ্ স্থানে জ্ হয়।

যথা, তৎ—জনা তজ্জনা; বিপদ—জাল বিপ-
জ্জাল; উদ্ভিদ—জ উদ্ভিজ্জ; উৎ—অলিত উজ্জলিত।

৪৫। শ পরে থাকিলে পদের অন্তে স্থিত
ত্ ও দ্ স্থানে চ্ হয় এবং ঐ শ স্থানে ছ হয়।

যথা, তৎ—শিব তচ্ছিব; তদ—শব্দ তচ্ছব্দ;
বৃহৎ—শত বৃহচ্ছত; এতৎ—শাখা এতচ্ছাখা;
বিপদ—শাস্তি বিপচ্ছাস্তি।

৪৬। পদের অন্তস্থিত ত্ ও দ্ এর পরে
হ থাকিলে ত্ স্থানে দ্ হয় এবং হ স্থানে ধ হয়।

যথা, তৎ—হবি তচ্ছবি; ঈষৎ—হাস্য ঈষচ্ছাস্য;
তদ—হিত তচ্ছিত।

৪৭। চু কিংবা জ্ এর পর দন্ত্য ন থাকিলে তাহার স্থানে এ হইয় ।

যথা, যাচু—না যাচুঞা; রাজ্—নী রাজ্জী;
রাজ্—ন রাজ্জ ।

৪৮। ল পরে থাকিলে ত্ ও দ্ স্থানে ল্ হয়।

যথা, তল্—লয় তল্লয়; উল্—লেখ উল্লেখ;
বিপদ্—লহরী বিপল্লহরী ।

৪৯। ত পরে থাকিলে পদের মধ্যস্থিত য় স্থানে ন্ হয় ।

যথা, গন্—তা গন্তা; নিয়ন্—তা নিয়ন্তা; গম্—
তব্য গম্ভব্য; ক্ষন্—তব্য ক্ষম্ভব্য ।

৫০। ন কিংবা ম পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ত্ স্থানে ন্ এবং ক্ স্থানে ঙ্ হয় ।

যথা, তন্—নিমিত্ত তন্নিমিত্ত; তন্—ন তন্ন; তন্—
মধ্যে তন্মধ্যে; কিঞ্চিৎ—মাত্র কিঞ্চিৎমাত্র; বাক্—ময়
বাঙময়; দিক্—মুখ দিগুমুখ, দিক্—নাগ দিগুনাগ ।

৫১। ছ পরে থাকিলে স্বরবর্ণের পর চ হয় ।

যথা, রক্ষ্—ছারা রক্ষচ্ছায়া; আ—ছন্ন আচ্ছন্ন;
অব—ছেদ অবচ্ছেদ ।

৫২। যকারের পরস্থিত ত্ স্থানে ট্ এবং
থ্ স্থানে ঠ্ হয় ।

যথা, আকৃষ্—ত আকৃষ্ট ; মুষ্—তা মুক্টা ;
দৃষ্—ত দৃষ্ট ; বৃষ্—থ বৃষ্ঠ ; প্রতিষ্—থা প্রতিষ্ঠা ।

৫৩। স্বরবর্ণ, গ ঘ দ ধ ব ভ য ব র পরে থাকিলে পদের অন্তেষ্টিত ত্ স্থানে দ্ হয় ।

যথা, তৎ—অন্ত তদন্ত ; উৎ—গার উদগার ; তৎ—
বৎ তদ্বৎ ; উৎ—তব উদ্ভব ; তৎ—দ্বারা তদ্বারা ;
তৎ—রূপ তদ্রূপ ।

৫৪। স্বরবর্ণ, বর্ণের তৃতীয় চতুর্থ বর্ণ
কিংবা য র ল ব হ পরে থাকিলে পদের
অন্তেষ্টিত ক্ স্থানে গ্ হয় ।

যথা, দিষ্—অন্ত দিগন্ত ; জ্বষ্—জ্বল্লিষ্ জ্বগিল্লিষ্ ;
বাক্—ঈশ বাগীশ ; দিষ্—বলয় দিখলয় ।

৫৫। স্পর্শবর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তেষ্ট-
স্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার হয় । অথবা যে বর্ণ
পরে থাকে সেই বর্ণের পঞ্চম বর্ণ হয় ।

যথা, কিম্—কর্তব্য কিংকর্তব্য, কিল্কর্তব্য ; সম্—
গত সংগত, সম্ভূত ; সম্—পদ সংপদ, সম্পদ, বারম্—
বার বারংবার, বারম্বার ।

নিম্ন লিখিত শব্দগুলির সন্ধি নিম্পন্ন পদ স্থির কর ।

উৎ	—	চারণ	উৎ	—	ছন্ন
উৎ	—	জল	রহৎ	—	হ্রদ

মহৎ	—	শব্দ	উৎ	—	শিষ্ট
আবিষ্	—	ত	সম্	—	ন্যাস
অলম্	—	কার	সম্	—	ভোষ
তদ	—	জাতি	উৎ	—	লিখিত
তদ্	—	শালি	বৃহৎ	—	রথ
সৎ	—	মিত	বিদ্বাৎ	—	মালী
গৃহ	—	হিঙ্গ	বাক্	—	মন
বিপদ্	—	হেতু	দিক্	—	অম্বর
সরিৎ	—	জল	সৎ	—	লোক
ভবৎ	—	ঈয়	উৎ	—	হার
মহৎ	—	হর্ব	পরাক্	—	মুখ
বাক্	—	জাল	দিক্	—	বিদিক্
মৎ	—	ময়	উৎ	—	ছেদ

৫৬। চ ছ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে শ্ হয়,
ট ঠ পরে থাকিলে য্ হয় এবং ত থ পরে
থাকিলে স্ হয়।

মধা, শিরঃ—চালন শি-চ্চালন; ময়ঃ—উদ্ধার
ধম্মক্কার; ইতঃ—তত ইতস্তত; মনঃ—ভুক্তি মন-
স্বক্তি; অধঃ—চর অধশচর।

৫৭। যদি অকারের পর বিসর্গ থাকে এবং

অকার পরে থাকে তাহা হইলে পূৰ্ব্ব অকার ও বিসর্গ উভয় স্থানে ওকার হয় । ওকার পূৰ্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয় । এবং পরের অকারের লোপ হয় ।

যথা, তেজঃ—অভাব তেজোভাব ; ততঃ—অধিক ততোধিক ; বয়ঃ—অধিক বয়োধিক ।

৫৮। বর্ণের তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ কিংবা য র ল ব হ পরে থাকিলে অকার ও অকারের পরস্থিত বিসর্গ উভয় স্থানে ওকার হয় । ওকার পূৰ্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয় ।

যথা, মনঃ—গত মনোগত ; মনঃ—যোগ মনোযোগ ; বয়ঃ—জ্যেষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠ ।

৫৯। স্বরবর্ণ বর্ণের তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ কিংবা য র ল ব হ পরে থাকিলে অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে র্ হয় ।

যথা, দৃঃ—অদৃষ্ট দুরদৃষ্ট ; হুঃ—আত্মা দুরাত্মা ; বহিঃ—গত বহির্গত ; নিঃ—বন্ধ নির্বন্ধ ; ধনুঃ—ভদ্র ধনু-ভদ্র , চতুঃ—মুখ চতুর্মুখ ।

৬০। স্বরবর্ণ, বর্ণের তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ কিংবা য র ল ব হ পরে থাকিলে অকারের পরস্থিত র্ জাত বিসর্গ স্থানে র্ হয় ।

যথা, পুনঃ—অপি পুনরপি; পুনঃ—আগত পুন-
রাগত; অন্তঃ—ধান অন্তর্ধান; অন্তঃ—গত অন্তর্গত;
অন্তঃ—হিত অন্তর্হিত।

৬১। র পরে বিসর্গ স্থানে যে র্ হয় তাহার
লোপ হয় এবং পূর্বস্বর দীর্ঘ হয়।

যথা, নিঃ—রস নীরস; নিঃ—রোম নীরোগ; নিঃ—
রক্ত নীরক্ত।

নিম্ন লিখিত শব্দগুলিতে সাক্ষি হইয়া কি কি পদ
হইবে স্থির কর।

মনঃ	—	গত	নিঃ	—	বব
ভুঃ	—	গ	বাক্	—	বাহুল্য
ভুঃ	—	ছেদ্য	পুনঃ	—	চ
পুরঃ	—	হিত	নিঃ	—	চিত
বন্ধু	—	বিদ্যা	ভুঃ	—	নাম
নিঃ	—	অন্তর	পুনঃ	—	বন্ধু
মনঃ	—	তাপ	ভুঃ	—	আচার
পুনঃ	—	উক্তি	ভুঃ	—	ভাণ্ডা
গৃহ	—	ছিত্র	অধঃ	—	মুখ
পুরঃ	—	চরণ	অন্তঃ	—	আত্মা
অধঃ	—	ভন	বায়	—	আদি

দুঃ	—	দশা	জগৎ	—	নাথ
দুঃ	—	মূল্য	মহৎ	—	থলু
জ্যোতিঃ	—	চক্র	নিঃ	†	বোধ
দুঃ	—	ঘটনা	এহি	—	এহি
দুঃ	—	জয়	পুনঃ	—	ভূ
মনঃ	—	হর	দুঃ	—	অবস্থা
হরি	—	অরি	দুঃ	—	বাক্য
বয়ঃ	—	বুদ্ধি	শিরঃ	—	মনি
বারি	—	অভাব	সরঃ	—	বর

৭ম বিধান।

৬২। ঝ ঞ্ ঞ র্ ষ্ এই চারি বর্ণের পরস্থিত
দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য গ হয়।

যথা, ত্বণ, আকীর্ণ, কৃষ্ণ।

৬৩। স্বরবর্ণ, কবর্ণ, পবর্ণ, এবং য র ল ব
হ মধ্যস্থানে ব্যবধান থাকিলেও ন গ হয়।

যথা, অহণ, রূপণ, রোগিণী, তকণ।

৬৪। এতদ্বিন্ম বর্ণ ব্যবধান থাকিলে ন গ
হয় না।

যথা, অর্চনা, বনর্জ, ক্রীড়ন, মুর্ছনা, ইত্যাদি।

৬৫। পদের অন্তে স্থিত ন্ হ্রস্ব না।

যথা, করেন্, মায়েন্, পারেন্, ইত্যাদি।

বহু বিধান।

৬৬। অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণ, ক্ ওর্ এই সকল বর্ণের পরস্থিত পদ মধ্যবর্তী স প্রায়ই ষ হয়।

যথা, জিগীষা, উপচিকীর্ষা, অনুষ্ঠান, বুদ্ধকা, ক্রীপদেষু।

৬৭। পদের অন্তেস্থিত স্ স্ব্ হয় না।

যথা, করিস্, ধরিস্, দেখিস্ ইত্যাদি।

নিম্ন লিখিত শব্দগুলিতে যদি কোন অশুদ্ধ থাকে
তাহা সংশোধন কর।

পরিধাণ, অনুকণ, প্রতিষ্ঠা, সংস্কার, পরিষ্কার, নিরূপন, সুসুপ্তি, উত্থাণ, অধিকরন, ভীষ্ম, নিরঞ্জন, তুষ্কর, আঘ্রান, গ্রহন, শ্রবন, শোমন, গরীয়ান, নিমগ্ন, নিমেধ, উৎসন্ন, নিস্তার, বিশিস্ত, প্রত্যর্পন, প্রতিমেধ, বক্ষ-
শ্চেন।

বিভক্তি।

প্রথমী, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী, এই সাত বিভক্তি; শব্দের উত্তর এই সাত বিভক্তি হয়। এক এক বিভক্তির দুই দুই বচন; এক-

বচন ও বহুবচন। এক বচনে একটা বস্তু বুঝায়, বহু বচনে দুই অবধি পর্যন্ত পর্য্যন্ত সকল সংখ্যাই বুঝায়।

বিভক্তির আকৃতি।

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
প্রথম	... রা,	... এরা
দ্বিতীয়া	... কে	... দিগকে
তৃতীয়া	... দ্বারা, দিয়া, } কর্তৃক, করণক	... দেব দ্বারা ইত্যাদি
চতুর্থী	... কে	... দিগকে
পঞ্চমী	... হইতে,	... দেব হইতে ইত্যাদি
ষষ্ঠী	... এর, র;	... দিগের, দেব
সপ্তমী	...এ, তে, এতে, য;	...দিগে, দিগেতে

বালক শব্দ।

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
প্রথম	বালক	বালকেরা
দ্বিতীয়া	বালককে	বালকদিগকে
তৃতীয়া	বালকদ্বারা	বালকদের দ্বারা
চতুর্থী	বালককে	বালকদিগকে
পঞ্চমী	বালক হইতে	বালকদের হইতে

যজ্ঞী	বালকের	বালকদিগের
মণ্ডমী	বালকে	বালকদিগে *

নিম্ন লিখিত শব্দগুলির রূপ কর ।

গোপাল, ডঙ্কর, মতি, সখি, যুনি, উমা, খুড়া, সখী, শ্রীমতী, সুখদা, নদী, শিশু, বধূ, প্রভু, পিতৃ, মাতৃ, গুণগ্রাহিন্, মেধাবিন্, বিদ্যাবৎ, শ্রীমৎ, দিশ্-বাচ্, রাজন্ ।

বিভক্তিহীন শব্দকে নাম কহে । ঐ নাম বিভক্তি-যুক্ত হইলে তাহাকে পদ বলা যায় । খাতৃ, গ্রাহিন্, মায়াবিন্, এই সকল শব্দে বিভক্তি যোগ হয় নাই, ইহাদিগকে এই অবস্থায় নাম বলে । খাতা, গ্রাহী, মায়াবী এই সকল শব্দে বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে, অত-এব ইহাদিগকে এক্ষণে নাম না বলিয়া পদ বলে । পদ ছয় প্রকার ; বিশেষ্য, বিশেষণ, সৰ্ব্বনাম, অব্যয়, ক্রিয়া ও ক্রিয়াবিশেষণ ।

* * বঙ্গভাষায় শব্দরূপ করা অতি সহজ একন্য অন্যান্য শব্দের রূপ করিবার আবশ্যক বোধ হইল না । শিক্ষক মহাশয় ভূরি ভূরি উদাহরণ দ্বারা এবিষয় ছাত্রদিগের অন্তরস্থ করিয়া দিবেন, আর যাহাতে তাহাদের বিভক্তি বোধ হয় এই স্থলেই তাহার চেষ্টা করিবেন ।

বিশেষ্য—বিশেষণ ।

যাহাতে কোন বস্তু বা ব্যক্তি বুঝায় তাহাকে বিশেষ্য পদ কহে ।

যথা, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, ফল, পুষ্প, রূক্ষ, লতা, পাতা, ইত্যাদি ।

যাহার দ্বারা বিশেষ্যের দোষ, গুণ অথবা অবস্থা প্রকাশ হয় তাহাকে বিশেষণ পদ কহে ।

যথা, পূর্ণ—চন্দ্র, তেজোময়—সূর্য্য, উজ্জ্বল—নক্ষত্র, ফলবান্—রূক্ষ, নির্মল—জল ।

নিম্ন লিখিত বাক্য সমূহে বিশেষ্য ও বিশেষণ

পদের নির্ণয় কর ।

সুশীল বালক । নির্দয় মহুষ্য । ভীষণ অস্ত্র । সুন্দর পক্ষী । অসং সংসর্গ । ক্ষুধিত ব্যাঘ্র । সিংহ কি ভয়ঙ্কর । শ্যাম অতি শাস্ত । নৈওয়ারদের বক্ষস্থল বিস্তৃত, বালু স্থূল, চক্ষু ক্ষুদ্র, নাসিকা চাপা, মুখ গোলাকার, এবং সমুদায় অঙ্গ বিলক্ষণ দৃঢ় । রোহিলারা দীর্ঘকায়, সুত্তী, চতুর ও তেজীরান্ কিন্তু অনেকেই মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক ও যথেষ্টাচারী । রোহিলাদিগের ভদ্রলোকেরা অনেকেই নিঃসম্বল এবং এরূপ অলস ও অভিমানী যে প্রাণান্তেও কোন প্রকার অসমর্থতা ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় না ।

কতকগুলি বিশেষ্য শব্দ পুংলিঙ্গ, কতক-
গুলি স্ত্রীলিঙ্গ, কতকগুলি ক্রীতলিঙ্গ হয়।
বিশেষ্য শব্দের যে লিঙ্গ বিশেষণ শব্দেও সেই
লিঙ্গ হয়।

যথা, সুন্দর *—পুরুষ; সুন্দরী—স্ত্রী; সুন্দর—পুংপ ;
উজ্জ্বল—শব্দী; উজ্জ্বল—নকত্র; উজ্জ্বলা—দীপশিখা;
বুদ্ধিমান—পুরুষ; বুদ্ধিমতী—স্ত্রী; নির্মলারুদ্ধি;
নির্মল—স্ত্রী।

স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয়।

১। স্ত্রীলিঙ্গে অকারান্ত শব্দের মধ্যে কতক-
গুলি আকারান্ত আর কতকগুলি দীর্ঘ ঙ্গকারান্ত
হয়।

যথা, মর্ক—মর্কা, হির—হিরা, প্রবল—প্রবলা,
ঐশা—ঐশ্যা, শূত্র—শূত্রা, দৃঢ়—দৃঢ়া, ঐশ্বর্য—ঐশ্বর্যী,
নদ—নদী, হংস—হংসী, মৃগ—মৃগী, কুমার—কুমারী,
সুন্দর—সুন্দরী।

২। পত্নী অর্থ বুঝাইলে ব্রজ, রুদ্র, ভব,
মর্ক, মৃড়, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি শব্দের উত্তর
আনী যুক্ত হয়।

* কখন কখন স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ পুংলিঙ্গের মত হইয়া
যায়। যথা, তাহার বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ।

যথা, বৃদ্ধ—বৃদ্ধাণী, বৃদ্ধ—বৃদ্ধাণী, ভব—ভবাণী,
মর্দ—মর্দাণী, মৃড়—মৃড়াণী, ইন্দ্র—ইন্দ্রাণী, বরুণ—
বরুণাণী।

৩। যে সকল শব্দের শেষে মৎ অথবা
বৎ থাকে তাহাদের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঙ্গীকার
হয়। (১) যথা,

শব্দ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
ক্রীমৎ	ক্রীমান্	ক্রীমতী
বুদ্ধিমৎ	বুদ্ধিমান্	বুদ্ধিমতী
রূপবৎ	রূপবান্	রূপবতী
গুণবৎ	গুণবান্	গুণবতী

৪। যে সকল শব্দের অন্তে ইন্ থাকে
তাহাদের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঙ্গীকার হয়। (২)
যথা,

শব্দ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
মানিন্	মানী	মানিনী
সুখদায়িন্	সুখদায়ী	সুখদায়িনী
মনোহারিন্	মনোহারী	মনোহারিণী

(১) পুংলিঙ্গে মতের স্থানে মান্ ও বতের স্থানে বান্ হয়।

(২) পুংলিঙ্গে ইনের স্থানে ঙ্গ হয়।

মায়াবিন্	মায়াবী	মায়াবিনী
ভেজাবিন্	ভেজাবী	ভেজাবিনী

৫। যে সকল শব্দের শেষে ঋকার থাকে তাহাদের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈকার হয়। (১) যথা,

কর্তৃ	কর্তা	কর্ত্বী
দাতৃ	দাতা	দাত্রী
বিধাতৃ	বিধাতা	বিধাত্রী

৬। যে সকল শব্দের অন্তে উকার থাকে স্ত্রীলিঙ্গে তাহাদের উত্তর বিকল্পে ঈ হয়।

যথা, মৃচ্—মৃচ্চী, মৃচ্; মাধু—মাধ্বী, মাধু; গুৰু—গুৰ্বী, গুৰু, লঘু—লঘ্বী, লঘু।

৭। ঈয়স্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্তে স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়। (২) যথা,

শব্দ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
লঘীয়স্	লঘীয়ান্	লঘীয়সী
গরীয়স্	গরীয়ান্	গরীয়সী
বর্ষীয়স্	বর্ষীয়ান্	বর্ষীয়সী

(১) পুংলিঙ্গে ঋকার স্থানে ঌকার হয়।

(২) পুংলিঙ্গে ঈয়সের স্থানে ঈয়ান্ হয়।

নিম্ন লিখিত শব্দগুলি কোন্ লিঙ্গ এবং অন্যান্য লিঙ্গে
ইহাদের কি প্রকার আকার হইবে?

শঙ্করী, শ্রেয়সী, বিস্মৃত, মনস্বী, বিহারিণী, খেচরী,
শোভিকা, একাদশ, নায়ক, সাধীয়াসী, শ্রেয়সী,
মহীমান, ভোক্ত্রী, ষোড়শ, শ্রেষ্ঠ, বহ্নী, পটু, মাদৃশী,
বক্তা, অধিকারিণী, পাচক, নিশাচর, মায়াবিনী, সুমুখ।

পুরুষ।

পুরুষ তিন প্রকার; উত্তম পুরুষ, মধ্যম
পুরুষ ও প্রথম পুরুষ। অস্মদ্ শব্দে উত্তম
পুরুষ বুঝায়। যুগ্মদ্ শব্দে মধ্যম পুরুষ
বুঝায়। এতদ্বিন সমুদায় শব্দে প্রথম পুরুষ
বুঝায়।

কারক।

কারক ছয় প্রকার; কর্তা, কৰ্ম্ম, করণ,
সম্প্রদান; অপাদান, ও অধিকরণ।

কর্তা।

যে করে সেই কর্তা। কর্তার প্রথমা বিভক্তি
হয়।

যথা, রান করেন, শ্যান ধরেন, হরি বাইতেছে,
শিশু পড়িবে।

বখম ক্রিয়াপদাদি কিছুই থাকে না, কেবল
বস্তু বা ব্যক্তি বোধার্থ কোন শব্দ ব্যবহৃত,
তখন তাহাতে প্রথমা বিভক্তি হয়।

যথা, বালক, ভ্রাতা, পক্ষী, প্রভৃৎ।

কখন কখন কর্তৃকারকে তৃতীয়া বিভক্তি
হয়।

যথা, রানদ্বারা জল পীত হইল; জলদ্বারা অগ্নি
নির্ঝাপিত হয়।

কর্ম

যাহা করা যায়, যাহা দেখা যায়, যাহা
পাওয়া যায়, যাহা পান করা যায়, দান করা
যায়, স্পর্শ করা যায়, ইহাদিগকে কর্মকারক
বলে। কর্ম কারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।

যথা, তাহাকে বিশ্বাস করিও না; নবীনকে দেখিল,
অভয়কে ধরিল।

কখন কখন কর্মপদে প্রথমা বিভক্তি হয়।

যথা, ভয় খাইল, জল পান কর, ধন দিল, গাত্র
স্পর্শ করিল, গাছ কাটে, রান আহত হইল, শ্যান
দুঃখ হইল।

করণ।

যাহার দ্বারা কার্য্যনিষ্পন্ন হয় তাহাকে করণ
কহে। করণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

যথা, হাতদিয়া ধরিতেছে, অস্ত্র দ্বারা কাটিতেছে,
চক্ষু দ্বারা দেখিতেছে।

সম্প্রদান।

যাহাকে কোন বস্তু দান করা যায়, অথবা
যাহার প্রতি দানের অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়, তাহা-
কে সম্প্রদান কহে। সম্প্রদান কারকে চতুর্থী
বিভক্তি হয়।

যথা, দরিদ্রকে ধন দেও, গোপালকে পুস্তক দেও,
অন্ধকে বস্ত্র দিব।

অপাদান।

যাহা হইতে কোন বস্তু বা ব্যক্তি পতিত,
গৃহীত, ভীত, বা উৎপন্ন হয় তাহাকে অপাদান
কহে। অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়।

যথা, বৃক্ষ হইতে পত্র পড়িতেছে, নদী হইতে জল
লইতেছে, দুগ্ধ হইতে ঘৃত উৎপন্ন হয়।

অধিকরণ।

ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ কহে। অধি-
করণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়।

যথা, ধনে সুখ নাই, আমনে উপবেশন কর, শস্যার শুই, ঘরে থাকি ।

সম্বন্ধ ।

যাহাতে অধিকার বুঝায় তাহাকে সম্বন্ধ (১) কহে । সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি হয় ।

যথা, রাজার ধন, শ্যামের বাঁশী, গাছের ফল, নদীর জল ।

সম্বোধন ।

আহ্বান করাকে সম্বোধন (১) কহে । সম্বোধনে প্রথমা বিভক্তি হয় ।

যথা, হে বালক ! মখে ! প্রভো !

নিম্ন প্রদর্শিত উদাহরণ গুলির প্রত্যেক বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের অন্বয় কর ?

অসং সংসর্গ পরিত্যাগ কর (২) ধার্মিক লোক ধনে প্রলোভিত হয় না । আলস্য দুঃখের জনক । পরিশ্রমে দেহ সবল হয় । দীন জনে অন্ন দেও । বসন্তকালে তরুগণ পল্লবিত হয় । নদী হইতে জল লই-

(১) ক্রিয়ার সহিত অস্থিত হয় না বলিয়া সম্বন্ধ ও সম্বোধনকে কারক কহে না ।

(২) “অসং” বিশেষণ পদ, পুংলিঙ্গ, ইহার বিশেষ্য “সংসর্গ” । সংসর্গ, বিশেষ্য পদ, পুংলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ, কর্মকারক, প্রথমা বিভক্তির একবচন ।

তেছে। উষ্ণজলেও অনল নির্বাণ করে। পণ্ডিত
সক্রেও ভাল মূৰ্খমিত্রও কিছু নয়। জ্বলের বিষ আর
যৌবনের প্রভাব উভয়ই তুল্য।

সৰ্ব্বনাম শব্দ।

বিশেষ্যের পরিবর্তে সৰ্ব্বনাম শব্দ ব্যবহৃত
হয়।

যথা, গোপাল অতি সুবোধ বালক, তিনি (১)
(অর্থাৎ গোপাল) কাহার সহিত বিবাদ করেন না।

অস্মদ্, যুস্মদ্, তদ, যদ্, এতদ্, ঈদন্, অদন্,
কিম্, ইত্যাদি শব্দ সৰ্ব্বনাম।

সৰ্ব্ব নামের রূপ।

শব্দ	বিত্তি	একবচন	বহুবচন
অস্মদ্ ...	১ মা ...	আমি ...	আমরা
” ...	২ রা ...	আমাকে ...	আমাদিগকে
যুস্মদ্ ...	১ মা ...	তুমি } আপনি }	তোমরা } আপনারা }
তদ্ ...	১ মা ...	তিনি, সে; ...	তাহারা
যদ্ ...	১ মা ...	যিনি, যে; ...	যাহারা”

(১) যে সকল শব্দের পরিবর্তে সৰ্ব্বনাম শব্দ ব্যবহৃত হয়
তাহার যে লিঙ্গ ও যে বচন, সৰ্ব্বনামেরও সেই লিঙ্গ ও সেই
বচন।

এতদ্ ... ১ মা ইনি, ইহা, এ; ... ইহার।"
 ইদম্ ... ১ মা ইনি, ইহা, এ; ... ইহার।"
 অদম্ ... ১ মা উনি, উহা, ও, ... উহার।"
 কিম্ ... ১ মা ... কে ... কাহার।"

নিম্ন লিখিত বাক্যসমূহে সর্কনাম
 শব্দ কোন্‌ গুলি?

নবীন কোথায়, তিনি (১) আসিতেছেন না?
 গোপাল, তুমি আমার কাছে টেস। আমি তাকে
 দেখিলাম। তদ্বারা ইহার এত ক্লেস। ইনি কে?
 যিনি গেলেন তিনি কি তোমার ভাতা? ইহা হইতে
 উহা ভাল।

নিম্ন লিখিত উদাহরণ গুলিতে সর্কনাম
 শব্দ ব্যবহার কর।

গোপাল গোপালের কলম হারাইয়াছে। হরি
 হরির পিতার কথা শুনে না। রাম রামের ভাতাকে
 রামের পুস্তক দিয়াছে। বিহারী বড় মন্দবালক।
 বিহারী কাহার কথা শুনে না, বিহারী সারাদিন খেলা
 করিয়া বেড়ায়, এজন্য বিহারীর পিতা বিহারীকে

(১) এই সকল সর্কনামের এইরূপে অস্বয়করিয়া লও, বিশেষ,
 যথা—তিনি সর্কনাম শব্দ, নবীন শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত,
 পুংলিঙ্গ প্রথম পুরুষ, কর্তৃকারক, প্রথমা বিভক্তির একবচন।

ভিন্নস্বাক্ষর করেন, বিহারীর মাতা বিহারীকে ভাল বাসেন না এবং বিহারীর বন্ধুরা বিহারীকে লইয়া খেলা করে না।

অব্যয় শব্দ।

যে সকল শব্দের উত্তর বিভক্তি যোগ করিলে তাহার লোপ হয়, সুতরাং সকল বিভক্তিতেই যাহাদের এক প্রকার আকার থাকে তাহাদিগকে অব্যয় শব্দ বলা যায়। অব্যয় শব্দের অন্ত্য ব্ ও স্ স্থানে বিসর্গ হয়।

নিম্ন লিখিত শব্দগুলি অব্যয়।

এবং, আর, ও, অপি, কিন্তু, অধিকন্তু, বরং, বা, কিংবা, অথবা, নতুবা, নচেৎ, ফলতঃ, অন্তত, কারণ, কেননা, না, বটে, হাঁ, হার! সুতরাং, যুগপৎ, প্রাতি, অন্তর্, পূনর্, পূর্বস্, পশ্চাৎ, ধিক্, যুহস্, হুয়স্, পৃথক্, সহ, স্বয়ং, প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অব, অন্ন, নিরু, হুর্, বি, অধি, স্, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ। ক্রিয়ার সহিত যোগ হইলে প্র অবধি কুড়িটি অব্যয়কে উপসর্গ বলে।

ক্রিয়া।

যাহার অর্থ করা বা হওয়া তাহাকে ক্রিয়া কহে।

যথা, আমি করি, তুমি দেখ, তিনি হন।

ক্রিয়া দুই প্রকার; সমাপিকা ও অসমাপিকা। যে ক্রিয়া বাক্যের অর্থ সমাপ্ত করে তাহার নাম সমাপিকা ক্রিয়া। যে ক্রিয়া বাক্যের অর্থ সমাপ্ত করিতে পারে না, অন্য সমাপিকা ক্রিয়ার আকাঙ্ক্ষা করে তাহার নাম অসমাপিকা ক্রিয়া।

যথা, নবীন ভোজন করিয়া শুইলেন। (এখানে “ভোজন করিয়া” অসমাপিকা, আর “শুইলেন” সমাপিকা ক্রিয়া।)

উক্ত সমাপিকা ক্রিয়া ও অসমাপিকা ক্রিয়ার মধ্যে কতকগুলি ক্রিয়া সাকর্মক আর কতকগুলি অকর্মক। যে যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে তাহার নাম সাকর্মক অর্থাৎ কর্মযুক্ত ক্রিয়া।

যথা, আমি তাকে দেখিলাম, নবীন মাধবকে ধরিল।

সাকর্মক ক্রিয়ার মধ্যে যাহার দুইটি কর্ম থাকে, তাহাকে দ্বিকর্মক অর্থাৎ দুইটি কর্মযুক্ত ক্রিয়া কহে।

যথা, রামকে ইহা বলিলাম, আমাকে ইহা শিখাইয়া দাও।

যে ক্রিয়ার কর্ম না থাকে তাহাকে অকর্মক অর্থাৎ কর্ম শূন্য ক্রিয়া কহে।

যথা, আমি থাকি, তুমি বৈস, তিনি শুইলেন।

কর্তায় যে পুরুষ ও যে বচন থাকে, তাহার ক্রিয়াতেও সেই পুরুষ সেই বচন হয়। যথা—

উত্তম পুরুষ ... আমি দেখি, আমরা দেখি

মধ্যম পুরুষ ... তুমি দেখ, তোমরা দেখ

প্রথম পুরুষ ... তিনি দেখেন, তাঁহারা দেখেন (১)

কখন কখন কর্মে যে পুরুষ ও যে বচন থাকে ক্রিয়াতেও সেই পুরুষ ও সেই বচন হয়। যথা—

উঃ পঃ আমি দৃষ্ট হইলাম, আমরা দৃষ্ট হইলাম।

মঃ পুঃ তুমি দৃষ্ট হইলে, তোমরা দৃষ্ট হইলে।

প্রঃ পুঃ তিনি দৃষ্ট হইলেন, তাঁহারা দৃষ্ট হইলেন (২)

ক্রিয়া তিন কালে হয়; বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ। যে কাল উপস্থিত তাহাকে বর্তমান কহে।

যথা, আমি করি, তুমি কর, তিনি করেন।

(১) এইরূপ প্রয়োগকে কর্তৃবাচ্য প্রয়োগ বলে।

(২) এইরূপ প্রয়োগকে কর্মবাচ্য প্রয়োগ বলে।

যে কাল গত হইয়াছে তাহাকে অতীত কাল
কহে।

যথা, আমি করিলাম, তুমি করিলে, তিনি করিলেন।
যে কাল আমিবে তাহাকে ভবিষ্যৎ কাল
কহে।

যথা, আমি করিব, তুমি করিবে, তিনি করিবেন।

—
ধাতু রূপ।

করি ধাতু। বর্তমান কাল।

পুরুষ . একবচন বা বহুবচন

উঃ পুঃ ... আমি বা আমরা ... করি, করিতেছি।

মঃ পুঃ ... তুমি বা তোমরা ... কর, করিতেছ।

প্রঃ পুঃ ... তিনি বা তাঁহারা ... করেন, করিতেছেন।

অতীত কাল।

উঃ পুঃ আমি করিলাম, করিতাম,
করিয়াছি, করিয়াছিলাম।

মঃ পুঃ তুমি করিলে, করিতে,
করিয়াছ, করিয়াছিলে।

প্রঃ পুঃ তিনি করিলেন, করিতেন,
করিয়াছেন, করিয়াছিলেন।

ভবিষ্যৎ কাল ।

উঃ পুঃ ... আমি বা আমরা করিব ।
 মঃ পুঃ ... তুমি বা তোমরা করিবে ।
 প্রঃ পুঃ ... তিনি বা তাঁহার। করিবেন ।

নিম্ন লিখিত খাত্ত গুলির রূপ কর ।

দেখি, লিখি, কহি, বলি, খাও, লও, হেরি, পরি,
 আসি, বসি, দেও, শোও, দেখাই, অবলম্বন করি ।

নিম্ন লিখিত ক্রিয়াপদ গুলির অশ্ৰয় কর ।

আমি তাহাকে দেখিলাম, (১) । তুমি তাহাকে
 বিশ্বাস করিলে ; তিনি ভাল লোক নহেন । শুনিলাম
 তুমি নাকি হরিকে গালি দিয়াছ ? কল্য তোমার কথা
 শুনিয়া যেমন আনন্দিত হইয়াছিলাম অদ্য তেমনি
 অসন্তুষ্ট হইলাম । যাও, আর আমি তোমাকে ছুরি
 দিব না । হরি ! তোমার কি পাঠশালায় যাওয়া
 হইবে ? হাঁ হইবে । বেণী ঘুমাইয়াছে । সে রহিল ।
 তুমি তাহাকে ইহা কহিয়াছ । আমি তোমাকে উহা
 বলিয়া দিব । যে সর্বদা গন্দ কর্তব্য করে তাহাকে দুশ্চ-
 রিত্র বলে । যে বালক দুশ্চরিত্র হয় কেহ তাহাকে
 ভাল বাসে না ।

(১) “দেখিলাম”—সকর্মক, সমাপিকা ক্রিয়া, অতীত
 কাল, উক্তয় পুরুষের একবচন, ইহার কর্তা “আমি” এবং কর্ম
 “তাহাকে” ।

ক্রিয়াবিশেষণ ।

সাহারি দ্বারা ক্রিয়ার গুণ বা অবস্থা প্রকাশ হয়, তাহাকে ক্রিয়াবিশেষণ কহে। ক্রিয়াবিশেষণে সপ্তমী বিভক্তি হয়। কতক গুলি ক্রিয়াবিশেষণের শেষে, ঝপে, পূর্বক, পুরঃসর ইত্যাদি শব্দ থাকে।

যথা, স্থিরচিত্তে দেখ, উত্তমরূপে লেখ, মনোযোগ-পূর্বক অধ্যয়ন করিতেছে, বিনয় পুরঃসর কহিতেছে।

নিম্ন লিখিত কয়েক পংক্তির প্রত্যেক

পদের অর্থ কর।

নাসিকাকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় কহে। নাসিকা দ্বারা গন্ধ ঘ্রাণ করা যায়। নাসিকা না থাকিলে কি ভাল কি মন্দ, কোন গন্ধ ঘ্রাণ করিতে পারিতাম না। নাসারক্তের অভ্যন্তরে কতক গুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা সঞ্চারিত আছে; তাহা দ্বারাই পুষ্পের ও অন্য অন্য দ্রব্যের আত্মাণ পাওয়া যায়। যে সকল গন্ধের আত্মাণে মনে প্রীতি জন্মে, তাহাকে সুগন্ধ ও মৌরভ কহে। আর যে গন্ধের আত্মাণে অনুরোধ ও ঘৃণা বোধ হয়, তাহাকে দুর্গন্ধ কহে। চন্দন ও পুষ্পের গন্ধ সুগন্ধ। কোন বস্তু পচিলে যে গন্ধ হয়, তাহাকে দুর্গন্ধ বলে।

উদ্ধৃত।

১। শব্দের উত্তর ভাবার্থে 'ত্ব' এবং তা প্রত্যয় হয়। ত্ব প্রত্যয়ান্ত পদ ক্রীলিঙ্গ আর তা প্রত্যয়ান্ত পদ স্ত্রীলিঙ্গ হয়।

যথা, ভদ্রত্ব, ভদ্রতা, গুরুত্ব, গুরুতা, প্রভুত্ব, প্রভুতা।

২। স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উত্তর ত্ব এবং তা প্রত্যয় করিলে তাহা প্রায় পুংলিঙ্গের মত হইয়া যায়।

যথা, সুন্দরী—ত্ব সুন্দরত্ব; সাধী—তা সাধুতা; ক্ষুদ্রা—তা ক্ষুদ্রতা।

৩। চূড়া, শ্যাম, পিঙ্গ, বৎস, বাচা, বহু ও স্ত্রী প্রভৃতি শব্দের উত্তর আছে এই অর্থে ল প্রত্যয় হয়।

যথা, চূড়াল, শ্যামল, পিঙ্গল, বৎসল, বাচাল, বহুল, স্ত্রীল।

৪। নিদ্রা, অন্ধা, দয়া, ও কৃপা প্রভৃতি শব্দের উত্তর আছে অর্থে আলু প্রত্যয় হয়।

যথা, নিদ্রালু, অন্ধালু, দয়ালু, কৃপালু।

৫। রোম, লোম, কপি ও কর্ক প্রভৃতি শব্দের উত্তর আছে অর্থে শ প্রত্যয় হয়।

যথা, রোমশ, লোমশ, কপিশ, কর্কশ।

৬। আছে অর্থে শব্দের উত্তর মৎ প্রত্যয় হয়।
যথা, জী—বৎ জীমান্; বাহার জী আছে। তত্ত্বি—
মৎ তত্ত্বিমান্; অংশ—মৎ অংশমান্।

৭। বাহারি অন্তে বা উপান্তে অ আ
কিংবা ম থাকে তাহার উত্তর আছে অর্থে,
বৎ হয়। (মৎ হয় না)।

যথা, গুণ—বৎ গুণবান্; ফল—বৎ ফলবান্; বিদ্যা—
বৎ বিদ্যাবান্; তেজস্—বৎ তেজস্বান্; তাস্—বৎ
তাস্বান্; কিম্—বৎ কিম্বান্; লক্ষ্মী—বৎ লক্ষ্মীবান্।

৮। আছে অর্থে মেধা মায়া ও অসু ভাগান্ত
শব্দের উত্তর কখন বিন্ কখন বৎ হয়।

যথা, মেধাবিন্—মেধাবী; মেধাবৎ—মেধাবান্;
মায়া—বিন্ মায়াবী; মায়া—বৎ মায়াবান্; তপস্—
বিন্ তপস্বী; তপস্—বৎ তপস্বান্; বশস্—বিন্
বশস্বী; বশস্—বৎ বশস্বান্।

৯। একের অধিক স্বর বিশিষ্ট শব্দের
শেষে যদি অ কিংবা আ থাকে তাহা হইলে
তাহার উত্তর আছে অর্থে কখন ইন্ কখন
বৎ হয়।

যথা, জ্ঞান—ইন্ জ্ঞানী; (১) জ্ঞান—বৎ জ্ঞান-

(১) তদ্ধিতের স্বর পরে থাকিলে শব্দের অন্ত্য অ, আ, ই,
ঐ, এবং নকারের লোপ হয়।

বান্; শিখা—ইন্ শিখী; শিখা—বৎ শিখাবান্।

১০। আছে অর্থে ফল, মল ও বর্হি শব্দের উত্তর ইন্ প্রত্যয় হয়।

যথা, ফলিন্, মলিন্, বর্হিন্।

১১। ফেণা, পিচ্ছ, জটা ও পক্ক শব্দের উত্তর আছে অর্থে ইল প্রত্যয় হয়।

যথা, ফেণিল, পিচ্ছিল, জটিল, পক্কিল।

১২। জাত অর্থে শব্দের উত্তর ইত প্রত্যয় হয়।

যথা, ফলিত, পুষ্পিত, কুমুদিত, পল্লবিত, সুখিত।

১৩। পিতা অর্থে পিতৃ ও মাতৃ শব্দের উত্তর ডামহ প্রত্যয় হয়, আমহ থাকে।

যথা, পিতৃ—ডামহ পিতামহ; (১) প্রপিতৃ—ডামহ প্রপিতামহ; মাতৃ—ডামহ মাতামহ।

১৪। উত্তর, দুয়ের মধ্যে একের আধিক্য বুঝাইতে তর, আর অনেকের মধ্যে একের আধিক্য বুঝাইতে তম প্রত্যয় হয়।

(১) উইৎ প্রত্যয় পরে শব্দের অন্ত্য স্বর ও তৎপরস্থিত বর্ণ সকলের লোপ হয়।

যথা, কুত্র—তর কুত্রতর; কুত্রা—তর কুত্রতর;
কুত্র—তম কুত্রতম; এইরূপ শুভ্রতর (১) শুভ্রতম;
লঘুতর, লঘুতম ইত্যাদি।

সূত্র নির্দেশপূর্বক নিম্ন লিখিত পদগুলি সিদ্ধ কর।

ধীমান্, বলী, তত্রালু, বহুল, ভাষ্যান্, মনস্বী, শৃঙ্গী,
রথী, প্রজাবান্, হৃদয়ালু, অকুরিভ, শরীরী, মুকুলিত,
রহতম, নীচত্ব, প্রমাতামহ, গুরুতর, শ্রেষ্ঠমত, মহত্ব,
সুখিত, দেহী, ধূমল, মুচ্ছাল, দীর্ঘতা, মতিমান্, তপ-
স্বিনী।

কুদন্ত প্রত্যয়।

১। তু, এক, ণিন্ ইত্যাদি প্রত্যয়ের নাম
কুৎ। কুৎপ্রত্যয় খাতুর উত্তর হয়। কুৎপ্রত্য-
য়ান্ত পদকে কুদন্ত পদ বলে।

২। খাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে (২) তু প্রত্যয়
হয়।

(১) ত্রীলিঙ্গ শব্দের উত্তর তর ই। তম প্রত্যয় করিলে
তাহা পুংলিঙ্গের মত হইয়া যায়।

(২) কর্তৃবাচ্য প্রত্যয়ে যে পদ হয় তাহা কর্তার বিশেষণ।
কর্ম্মবাচ্য প্রত্যয়ে যে পদ হয় তাহা কর্ম্মের বিশেষণ। ভাব-
বাচ্য প্রত্যয়ে যে পদ হয় তাহা বিশেষ্য।

যথা, দা—তু দাতা, যে দান করে; বি—ধা—তু
বিধাতা, যে বিধান করে; শাস্—তু শাস্তা, যে শাসন
করে।

৩। যাহার কৃ ও ইৎ না যায় এমন প্রত্যয়
পরে থাকিলে ধাতুর অন্তিম ইকারাদি স্বর এবং
উপান্তিম হ্রস্ব স্বরের গুণ হয় (১)।

যথা, জি—তু জেতা, ক্রী—তু ক্রেতা, হু—তু হোতা,
কৃ—তু কর্তা, ছিদ্—তু ছেতা, শুচ্—তু শোভা, (২)
ভুজ—তু ভোক্তা, দৃশ্—তু দ্রষ্টা, (৩) সৃজ্—তু সৃষ্টা।

৪। ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে এক ও গিন্
প্রত্যয় হয়। এ ইৎ যায় অক ও ইন্ থাকে।

যথা, দৃশ্—এক দর্শক, দৃশ্—গিন্ দর্শী, উৎ—দীপ
—এক উদ্দীপক, ভিন্—গিন্ ভেদী।

৫। যাহার ঞ্ ও এবং এ ইৎ যায় এমন প্রত্যয়

(১) গুণ—ই অথবা ঈ গুণে এ উ অথবা উ গুণে ও, ঋ
অথবা ঌ গুণে অর্ হয়।

(২) কৃৎ প্রত্যয়ের ত পরে থাকিলে ধাতুর অন্তে স্থিত
হ্রস্ব স্বরানেক হয়।

(৩) তু প্রত্যয় পরে, দৃশ্ ও সৃজ্ ধাতুর ঋ স্বানে র এবং
শ ও জ্ব স্বানে য হয়।

পরে থাকিলে ধাতুর অন্তিম ইকারাদি স্বর এবং উপান্তিম অকারের বৃদ্ধি হয় (১)।

যথা, নশ—নক নাশক, শি—শক শায়ক, জ্র—জক জাবক, ক্র—কক কারক শি—শিন্ শায়ী, ভ্রু—বিন্—ভাবী, ধ্রু—ধিন্ ধারী।

৬। ঞ্ এবং ঞ্ ইৎ যায় এমন প্রত্যয় পরে থাকিলে আকারান্ত ধাতুর আকারের পর য হয়।

যথা, দা—দক দায়ক, বি—ধা—বক বিধায়ক, দ্ভা—গিন্ দ্বায়ী।

৭। প্রী ধাতু এবং উপান্ত স্বর যুক্ত ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক হয় অ থাকে।

যথা, প্রী—ক প্রিয় (২), প্র—দীপ্=ক প্রদীপ, মহী—কহ=ক মহীকহ, সরঃ—কহ=ক সরোকহ।

৮। কর্তৃবাচ্যে কর্মপদ যুক্ত ক্রু ধাতুর উত্তর বণ্ হয়, আর প্রয়োগানুসারে ক্রু ও স্ব ধাতুর উত্তর ট হয়। বণ্ ও ট উভয়েরই অ থাকে।

যথা, প্রহু—ক্রু—বণ্=প্রহকার, চাটু—ক্রু—বণ্=চাটুকার, কুজ—ক্রু—বণ্=কুজকার, যশস্—ক্রু—

(১) বৃদ্ধি—অ—এর বৃদ্ধি আ, ই ই অথবা এ—এর বৃদ্ধি ঐ, উ উ অথবা ও—এর বৃদ্ধি ঔ এবং ঋ অথবা ঌ—এর বৃদ্ধি ঐর হয়।

(২) ক প্রত্যয় পরে প্রী ধাতুর ঈ স্থানে ইয় হয়।

ট = বশত্বর, তাস্-ক-ট = ভাস্তর, অত্র-শ্ব-ট =
অত্রসর ।

৯। উপপদ পূর্বক আকারান্ত ধাতু এবং
হন্, জন্, গন্, ও শী প্রভৃতি ধাতুর উত্তর
কর্তৃবাচ্যে ড হয় অ থাকে ।

যথা, জল-দা-ড = জলদ (১), বি-আ-হা-
ড = বাহু, তমঃ-অপ-হন্-ড = তমোপহ, পঙ্ক-
জন্-ড = পঙ্কজ, ন-গন্-ড = নগ, গিরি-শী-
ড = গিরিশ ।

১০। কৃক্ষি, আত্ম ও উদর পূর্বক ভূ ধাতুর
উত্তর কর্তৃবাচ্যে থি হয় ই থাকে ।

যথা, কৃক্ষি-ভূ-থি = কৃক্ষিভূরি (২), আত্ম-
ভূ-থি = আত্মভূরি, উদর-ভূ-থি = উদরভূরি ।

১১। মন্থাভূ, বিধু ও অরুন্ শব্দ পূর্বক
তুদ্ ধাতু এবং অশূর্যা শব্দপূর্বক দৃশ্ ধাতু
ইহাদের উত্তর কর্তৃবাচ্যে খশ্ (৩) হয় অ
থাকে ।

(১) ড ইৎ যার এমন প্রত্যয় পরে ধাতুর অন্ত্য স্বর ও
তৎপরস্থিত বর্ণ সকলের লোপ হয় ।

(২) থ ইৎ প্রত্যয়ান্ত ধাতু পরে অব্যয় ভিন্ন স্বর বর্ণান্ত
শব্দ ও অরুন্ শব্দের পর য্ হয় ।

(৩) থ ইৎ যার এমন প্রত্যয় অরুন্ উরন্ অরা ও বিহায়স শব্দ

বধা, কৃতার্থ—বন্—থ = কৃতার্থমন্য, বিধু—তুদ্—
 থন্ = বিধুতদ, অকন্—তুদ্—থন্ = অকতদ, অকুর্থা—
 দূশ—থন্ = অকুর্থাশা।

১২। প্রিয় ও বশ পূর্বক বদ্‌ধাতু এবং
 প্রিয়, শুভ, ভয় ও ক্ষেম পূর্বক কৃ‌ধাতু
 ইহাদের উত্তর কর্তৃবাচ্যে থ হয় অ থাকে।

বধা, প্রিয়—বদ্—থ = প্রিয়বদ, বশ—বদ্—থ =
 বশবদ, প্রিয়—কৃ—থ = প্রিয়কর, শুভ—কৃ—থ = শুভ-
 কর, ভয়—কৃ—থ = ভয়কর, ক্ষেম—কৃ—থ = ক্ষেমকর।

১৩। উপপদ পূর্বক ব্‌ ভূ‌ দৃ‌ ধৃ‌ জি‌ তপ‌ সহ
 গম‌ প্রভৃতি ধাতুর উত্তরও কর্তৃবাচ্যে থ হয়।

বধা, পতি—ব্—থ = পতিংবরা, (স্ত্রী), বিশ্ব—ভূ—
 থ = বিশ্বভর, পুর—দৃ—থ = পুরন্দর, বশু—ধৃ—থ =
 বশুধরা (স্ত্রী), ধন—জি—থ = ধনঞ্জর, শত্রু—তপ্—
 থ = শত্রুতপ, সর্ব—সহ—থ = সর্বংসহ (স্ত্রী) উরস্—
 গম্—থ = উরঙ্গম, (১) স্বরা—গম্—থ = তুরঙ্গম,
 বিহঙ্গস্—গম্—থ = বিহঙ্গম, ভুজ—গম্—থ = ভুজঙ্গম,
 পত—গম্—থ = পতঙ্গম।

স্থানে বধাক্রমে অক, উর, তুর ও বিহ আদেশ হয় এবং বন্ ও
 দূশ ধাতু স্থানে মন্য ও পশ্য হয়। আর তুদ্ ও লিহ্‌ ধাতুর ণ
 হয় না।

(২) গম‌ ধাতুর উত্তর থ প্রত্যয় করিয়া তিনটি পদ হয়। বধা,
 উরস্—গম—থ = উরঙ্গম, উরঙ্গ, উরগ, স্বরা—গম্—থ =
 তুরঙ্গম, তুরঙ্গ

১৪। ভূ, হ্রা, কন্, হন্, লষ্ ও পদ্ প্রভৃতি
ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ঐক প্রত্যয় হয়, উক
থাকে।

যথা, ভূ—ঐক ভাবুক, হ্রা—ঐক হ্রাবুক, কন্—ঐক
কাবুক, হন্—ঐক ঘাতুক (১), অতি—লষ্—ঐক=অতি-
লাবুক, পদ্—ঐক পাতুকা (স্ত্রী);

১৫। হিংস্, দীপ্, অজস্ শি ও নন্ ধাতুর
উত্তর কর্তৃবাচ্যে র হয়।

যথা, হিংস্, দীপ্, অজস্, শ্যেব, নন্।

১৬। ঙ্গা ঙ্গশ্ ও নশ্ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে
বর প্রত্যয় হয়।

যথা, ঙ্গাবর, ঙ্গেশ্বর, নশ্বর।

১৭। সনন্ত ধাতু এবং তিচ্ ও ইচ্ ধাতুর
উত্তর কর্তৃবাচ্যে উ প্রত্যয় হয়।

যথা, জিজ্ঞাস—উ জিজ্ঞাসু, পিপাস—উ পিপাসু,
মুহূৰ্হ—উ মুহূৰ্হু, তিচ্—উ তিচ্ছু, ইচ্—উ ইচ্ছু (২)

ভুরগ, বিহারস্ - গন্ - ঞ = বিহকন্, বিহক, বিহগ, ভুজ—
গন্ - ঞ = ভুজকন্, ভুজক, ভুজগ, পত—গন্ - ঞ = পতকন্,
পতক, পতগ।

১ ঐ ইং প্রত্যয় পরে হন্ স্থানে ঘাৎ হয়।

২ উ পরে ইচ্ স্থানে ইচ্ছ আদেশ হয়।

১৮। স্বয়ম্, শম্, বি ও প্র শব্দের পরস্থিত ভূ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ভূ হয় উ থাকে।

যথা, স্বয়মী-ভূ-ভু=স্বয়ভূ, শম্-ভূ-ভু=শভূ, বি-ভূ-ভু=বিভূ, প্র-ভূ-ভু=প্রভূ।

১৯। কতকগুলি ধাতুর উত্তর কর্তৃ ও কর্ম-বাচ্যে বর্তমান কালে শান প্রত্যয় হয় আন থাকে।

যথা, ধাব্-শান ধাবমান (১), শুভ্-শান শোভমান, লব্-শান লবমান, দীপ্-শান দীপ্যমান, বিদ্-শান বিদ্যমান, দহ্-শান দহ্যমান, গম্-শান গম্যমান, দৃশ্-শান দৃশ্যমান।

২০। অতীত কালে অকর্ম্মক ধাতু ও গম্ প্রভৃতি সকর্ম্মক ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হয় এবং তন্নিম্ন সকর্ম্মক ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে ক্ত হয়, ত থাকে।

যথা, মৃ-ত মৃত, ভূ-ত ভূত, ভজ্-ত ভক্ত, জি-ত জিত, গম্-ত গত, (২) নম্-ক্ত নত, মন্-ক্ত মত, হন্-ক্ত হত, অক্-ক্ত অকত, মুচ্-ক্ত মুক্ত।

(১) শান প্রত্যয় পরে কর্তৃবাচ্য ধাতুর উত্তর অ এবং কর্ম্মবাচ্য ধাতুর উত্তর অশ্ল য হয় আর প্রত্যয়ের স্থানে আন হয়।

(২) ক্ত এবং ক্তি প্রত্যয় পরে কতকগুলি ধাতুর অশ্লিম্ এবং ন্ এর লোপ হয়।

২১। ক্র প্রত্যয় করিলে কতকগুলি ধাতুর উত্তর ই হয়।

যথা, চিস্ত—ক্র চিস্তিত, কথ্—ক্র কথিত, উৎ—ক্র উৎ—ক্র = উল্লিখিত।

২২। ক্র প্রত্যয় করিলে যদ্ ভিন্ন দকারান্ত ধাতুর দ্ স্থানে ন্ হয় এবং প্রত্যয়েরও ত স্থানে ন হয়।

যথা, ছিদ্—ক্র ছিন্ন, তিদ্—ক্র ভিন্ন, এসদ্—ক্র এসন্ন, অদ্—ক্র অন্ন।

২৩। কৃৎ গৃৎ দৃ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর ক্র প্রত্যয় করিলে তাহার স্থানে ন হয় এবং ধাতুর ঙ্গ স্থানে ঙ্গের হয়। কিন্তু ঐ ঙ্গ পবর্গের পর ইই-মে তাহার স্থানে উর হয়।

যথা, আ—কৃ—ক্র = আকীর্ণ, উৎ—গৃ—ক্র = উকীর্ণ, বি—দৃ—ক্র = বিদীর্ণ, বি—ভৃ—ক্র = বিভীর্ণ, পরি—পূ—ক্র = পরিপূর্ণ।

২৪। ক্র এবং ক্তি প্রত্যয় পরে কতকগুলি ধাতুর অন্তিম য্ স্থানে ন্ এবং উপান্তিম আকার আকার হয়।

যথা, ক্রম্—ক্র ক্রান্ত, আ—ক্রম্—ক্র = আক্রান্ত, প্রম্—ক্র প্রান্ত।

২৫। ক্ত এবং ক্তি প্রত্যয় পরে কতকগুলি ধাতুর অন্তিম আকার ইকার হয়।

যথা, 'পরি-~~মা~~-ক্ত = পরিমিত, উপ-~~হা~~-ক্ত = উপহিত, পরি-~~ধা~~-ক্ত = পরিহিত (১)।

২৬। ছহ্, দিহ্, স্নিহ্, ও মুহ্ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে হ ও ত মিলিয়া ক্ত হয়। এতদ্ভিন্ন হকারান্ত ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে হ্ ও ত মিলিয়া প্রায়ই চ্ হয় এবং পূর্ব-স্বর দীর্ঘ হয়।

যথা, দুহ্-ক্ত দুক্ত; সম্-দিহ্-ক্ত = সন্দিহ, স্নিহ্-ক্ত স্নিক্ত; মুহ্-ক্ত মুক্ত, মুঢ়; (২) গহ্-ক্ত গাক্ত।

২৭। ক্ত এবং ক্তি প্রত্যয় পরে ধাতুর অন্তিম ভ স্থানে ব্ ও ধ্ স্থানে দ্ হয় এবং প্রত্যয়ের ত্ স্থানে ধ্।

যথা, লভ্-ক্ত লব্ধ, বধ্-ক্ত বদ্ধ।

২৮। ক্ত এবং ক্তি প্রত্যয় পরে কতকগুলি ধাতুর উপান্তিম নকারের লোপ হয়।

(১) ধা স্থানে হি আদেশ হয়।

(২) মুহ্ ধাতুর দুই পদই হয়।

যথা, ঈজ্জ্—ক্ত রক্ত, আ—সজ্জ্—ক্ত=আসক্ত ।

২৯। ক্ত প্রত্যয় জাত নকার পরে কতকগুলি ধাতুর উপাস্তিম ন কারের লোপ হয়। এবং অন্তিম জ স্থানে গ্ হয়।

যথা, ভজ্জ্—ক্ত ভগ্ন, কজ্জ্—ক্ত কগ্ন, মন্জ্জ্—ক্ত=মগ্ন (১)।

৩০। ভবিষ্যৎকালে ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে তব্য ও অনীয় প্রত্যয় হয়।

যথা, ক্ত—তব্য কর্তব্য, ক্ত—অনীয় করণীয়, রক্ষ্—তব্য রক্ষিতব্য, (২) রক্ষ্—অনীয় রক্ষণীয়।

৩১। ভবিষ্যৎকালে ঋকারান্ত ও ব্যঞ্জন বর্ণান্ত ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে ঘ্যন্ প্রত্যয় হয়, য থাকে।

যথা, ক্ত—ঘ্যন্ কার্য্য ; গ্রহ—ঘ্যন্ ; গ্রাহ ; বহ্—ঘ্যন্ বাচ্য, বাক্য (৩) যুজ্—ঘ্যন্ যোজ্য, যোগ্য।

(১) মন্ জ ধাতুর উপাস্তিম নকারের লোপ হয়।

(২) তব্য প্রত্যয় পরেও কতকগুলি ধাতুর উত্তর ই হয়।

(৩) ঘ্যন্ পরে বহ্ প্রভৃতি ধাতুর চ স্থানে ক্ ও জ স্থানে গ্ হয়।

৩২। লপ্তিগ্ন পবর্গান্ত ধাতু, আকারান্ত ধাতু, এবং শক্ মহ্ শম্ গদ্ মদ্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে য হয়।

যথা, গম্—য গম্য, লভ্—য লভ্য, পা—য পেয়,
(১) শক্—য শক্য, মহ্—য মহ ইত্যাদি।

৩৩। দৃ ভৃ শাস এবং উপান্ত ঋকার যুক্ত ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে ক্যপ হয় য থাকে।

যথা, আ—দৃ—ক্যপ্=আদৃতা, (২) ভৃ—ক্যপ্=ভৃতা,
শাস্—ক্যপ্=শিয়া, দৃশ্ ক্যপ দৃশ্য।

৩৪। শী, বিদ্, হন্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর ভাব বাচ্যে ক্যপ্ হয়। এই ক্যপ্ প্রত্যয়ান্ত পদ আকারান্ত ঔলিঙ্গ।

যথা, শী—ক্যপ্=শিয়া, বিদ্—ক্যপ্=বিদ্যা, হন্—ক্যপ্=হত্যা।

৩৫। ধাতুর উত্তর ভাব বাচ্যে ক্তি প্রত্যয় হয় তি থাকে।

(১) য পরে আকারান্ত ধাতুর আকার স্থানে একার হয়।

(২) ক্যপ্ পরে ধাতুর অন্তিম ব্রহ্ম বরের পর ত হয়, আর শাস স্থানে শিষ ও শী স্থানে শষ হয় এবং হন্ ধাতুর ন স্থানে ত হয়।

যথা, আ-কৃ-ক্তি=আকৃতি, তজ্-ক্তি তক্তি,
 যচ্-ক্তি যুক্তি, ক্রম্-ক্তি ক্রান্তি, মন্-ক্তি মতি,
 স্থা-ক্তি স্থিতি, উপ-লভ-ক্তি=উপলব্ধি, বুধ্-
 ক্তি বুদ্ধি, আ-সঞ্জ-ক্তি=আসক্তি।

৩৬। গ্না, ঘ্ণা, হা প্রভৃতি ধাতুর উত্তর ক্তি
 প্রত্যয় করিলে তাহার স্থানে নি হয়।

যথা, গ্না-ক্তি গ্নানি, ঘ্ণা-ক্তি ঘ্ণানি, হা-ক্তি
 হানি।

৩৭। ভাববাচ্য ধাতুর উত্তর ঘঞ প্রত্যয়
 হয় অ থাকে।

যথা, উৎ-কৃষ্-ঘঞ=উৎকর্ষ, পচ্-ঘঞ পাক
 (১) বি-অতি-চ্-ঘঞ=ব্যতিরেক, রাজ্-ঘঞ
 রাগ, কজ্-ঘঞ রোগ।

৩৮। ভাববাচ্য ধাতুর উত্তর অল্ ও অনট্
 প্রত্যয় হয়। অলের অ এবং অনটের অন
 থাকে।

যথা, জি-অল্ জয়, ভী-অল্ ভয়, বুধ্-অল্
 বোধ, মা-অনট্ মান, গম্-অনট্ গমন, শী অনট্
 শয়ন, আ-কহ্-অনট্=আরোহণ।

(১) ঘইৎ প্রত্যয় পরে ধাতুর অস্তিম্ চ ও জ স্থানে যথা-
 ক্রমে ক্ ও য় হয়।

২৯। স্বপ, যজ, যত, রত, প্রচ্ছ, ও যচ্
ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ন হয়।

যথা, স্বপ্—ন স্বপ্ন, যজ্—ন যজ্ঞ, যত্—ন যত্ন,
রত্—ন রত্ন, প্রচ্ছ্—ন প্রশ্ন (১), যচ্—ন যজ্ঞ।

৪০। উপপদ পূর্বক ধা ধাতুর উত্তর অধি-
করণ বাচ্যে কি হয় ই থাকে।

যথা, জল—ধা—কি=জলধি (২), জল নি—ধা—
কি=জলনিধি, পয়ঃ—ধা—কি=পয়োধি, বারি—ধা—
কি=বারিধি।

৪১। শন্ ধাতু ও সনন্ত ধাতুর উত্তর
ভাববাচ্যে অ হয়। অ প্রত্যয়ান্ত পদ আকারান্ত
স্ত্রীলিঙ্গ হয়।

যথা, প্র—শনস্—অ=প্রশংসা, চিকিৎস—অ
চিকিৎসা, পিপাস—অ পিপাসা, জিজ্ঞাস—অ
জিজ্ঞাসা।

৪২। ভাববাচ্যে চিন্ত, পূজ, কথ, চর্চ, স্পৃহ,
পীড়, গৃহ, বস, ঘট, ব্যথ, ত্বর, প্রভৃতি ধাতু
এবং অন্তর্ অদ্ ও উপসর্গপূর্বক আকারান্ত

(১) ন পরে প্রচ্ছ ধাতুর ক্ষ স্থানে শ হয়।

(২) কি পরে ধা ধাতুর আকারের লোপ হয়।

ধাতু ইহাদের উত্তর ও প্রত্যয় হয় অ থাকে।
ও প্রত্যয়ান্ত পদ আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ হয়।

যথা, চিন্ত-ও চিন্তা, পূজ-ও পূজা, কথ-ও কথ্য, চর্ক-ও চর্কা, স্পৃহ-ও স্পৃহা, অন্তর্-ধা-ও = অন্তর্ধা, প্রদ-ধা-ও = প্রদা, সং-জ্ঞা-ও = সংজ্ঞা, আ-জ্ঞা-ও = আজ্ঞা, আ-ভা-ও = আভা, আ-হা-ও = আহা।

৪৩। এ্যন্তধাতু এবং বিদ্, বন্দ্, রচ্, ভজ্, যজ্, মজ্, জ্ঞ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে অন হয়। অন প্রত্যয়ান্ত পদ আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ হয়।

যথা, কারি-অন = কারণা (১) সম্-ভাবি-অন = সম্ভাবনা, বিদ্-অন বেদনা, বন্দ্-অন বন্দনা, রচ্-অন রচনা, ভজ্-অন ভজনা, যজ্-অন যজ্ঞা, মজ্-অন মজ্ঞা, জ্ঞ-অন জ্ঞা, গবেষ-অন গবেষণা, অনুর-শুচ-অন = অনুরশোচনা।

কোন ধাতুর উত্তর কোন বাচ্যে কি প্রত্যয় করিয়া

নিম্ন লিখিত পদগুলি সিদ্ধ হইয়াছে?

বক্তা, গ্রাহক, বিধারী, আধায়ক, গ্রাহী, পুরঃ-সর, অণ্ডজ, কর্মকর, অগ্রগ, স্বর্ণকার, পণ্ডিতম্বন্য,

(১) কতকগুলি কৃদন্ত প্রত্যয় পরে ক্রি় ইকারের লোপ হয়।

ক্ষেমঙ্কর, কল্পমান, বিপন্ন, বিরাজমান, ভ্রান্ত, গুরু,
দেদীপ্যমান, বদ্ধ, জাহ্নল্যমান, খননীয়, ভাগ্য,
খ্যাতি, শস্যায়মান, ঘণায়মান, শক্তি, বর্তমান,
যুক্তি, প্রগতি, শ্রান্তি, আরক্তি, ক্লেশ, রোধ, প্রভা,
গ্রাস, উপচিকীর্ষা, বিধেয়, দুঃপনেষ, তর্জি,
উচ্ছলিত, তরুণ, পরিণেতা, অভিষেক, সুরাপায়ী,
পরিদৃশ্যমান, সংহতি, খগ, উপমিতি, পরিত্রাণ,
দূরদর্শী, মাদক, উপদেষ্টা, পরাস্ত, প্রচার, নিস্তার,
দাস্ত, শীর্ণ।

সমাস।

দুই অথবা অনেক পদের একপদীকরণকে সমাস কহে। সমাস করিলে পূর্ব পূর্ব পদে বিভক্তি থাকে না কেবল শেষের পদেই বিভক্তি থাকে।

সমাস ছয় প্রকার; দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি, দ্বিগু, ও অব্যয়ীভাব।

দ্বন্দ্ব।

পরস্পর বিশেষ্য বিশেষণ নয় এমন সম-
কারকীয় দুই অথবা বহুপদের যে সমাস
তাহার নাম দ্বন্দ্ব।

যথা, রাম এবং লক্ষণ, রামলক্ষণ। ভীম এবং

অঙ্কন, ভীমাঙ্কন। ফল এবং পুষ্প, ফলপুষ্প। ধর্ম্য
এবং অধর্ম্য, ধর্ম্যাধর্ম্য। শাল এবং তাল এবং তমাল,
শালতালতমাল। রূপ এবং রস এবং গন্ধ এবং স্পর্শ
এবং শব্দ, রূপ রসগন্ধস্পর্শ শব্দ।

কর্ম্যধারয়।

বিশেষণ ও বিশেষ্য পদের যে সমাস তাহার
নাম কর্ম্যধারয়।

যথা, সুন্দর যে পুরুষ, সুন্দরপুরুষ। নীল যে উৎ-
পল, নীলোৎপল। গভীর যে কূপ, গভীরকূপ।

বিশেষণ ও বিশেষ্য স্ত্রীলিঙ্গ হইলে বিশেষণ
শব্দ পুংলিঙ্গের মত হইয়া যায় অর্থাৎ আকার
ঈকার প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গের যে চিহ্ন তাহা থাকে
না।

যথা, দীর্ঘা যে যক্তি, দীর্ঘযক্তি। সত্যী যে প্রবৃতি,
সৎপ্রবৃতি। জীর্ণা যে তরি, জীর্ণতরি। স্থিরা যে
বুদ্ধি, স্থিঃবুদ্ধি। মহতী যে কীর্তি, মহাকীর্তি।

তৎপুরুষ।

যে স্থানে পূর্বপদে দ্বিতীয়াদি কোন বিভক্তি
থাকে এবং পরপদে প্রথমা বিভক্তি থাকে
তাহাকে তৎপুরুষ সমাস কহে। পূর্বপদে
দ্বিতীয়া থাকিলে সেই সমাসটিকে দ্বিতীয়া তৎ-

পুরুষ, তৃতীয়া থাকিলে তৃতীয়া তৎপুরুষ,
চতুর্থী থাকিলে চতুর্থী তৎপুরুষ ইত্যাদি বলা
যায়।

ন্থা, দুঃখকে প্রাপ্ত, দুঃখপ্রাপ্ত । মন্দ ভাষী,
মন্দভাষী । ধনদ্বারা ক্রীত, ধনক্রীত । বাক্য দ্বারা
দত্ত, বাগদত্ত । দরিদ্রকে দেয়, দরিদ্রদেয় । দেবকে
দত্ত, দেবদত্ত । পদ হইলে চ্যুত, পদচ্যুত । মুখ
হইতে ভ্রুট, মুখভ্রুট । ধনের আশা, ধনাশা । রাজার
ধন, রাজধন । দেশে বিখ্যাত, দেশবিখ্যাত । ভোগে
আসক্ত, ভোগাসক্ত ।

বহুব্রীহি ।

যে কয়েক পদের সমাস করা যায় সেই কয়েক
পদের যে অর্থ, তাহা না বুঝাইয়া অন্য বস্তু
বা ব্যক্তি যেখানে বুঝায়, তাহাকে বহুব্রীহি
সমাস কহে । বহুব্রীহির ব্যাস—বাক্যে একটি
যদ্ শব্দের পদ থাকে, সেই পদে যে বিভক্তি
হয় তদন্তু বলিয়া বহুব্রীহির নাম দেওয়া যায় ।

বথা, দীর্ঘ বাহু বার, দীর্ঘবাহু । এখানে বাহুটি দীর্ঘ
না বুঝাইয়া দীর্ঘ বাহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বুঝাইল । এই-
রূপ বাক্যবোঝে সহিত বর্তমান যিনি, সবাঙ্কব; সৈন্য-
সহ বর্তমান যিনি, সসৈন্য । পীত অধর যার,
পীতধর ।

তুই স্ত্রীলিঙ্গ পদে বহুব্রীহি সমাস হইলে
প্রায় পূর্বপদ পুংলিঙ্গ হইয়া যায়; অর্থাৎ
স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন আকার ঐকারাদি থাকে না।

যথা, নির্মলা মতি যার, নির্মলমতি। মৃদী গতি
যার, মৃদুগতি। তীক্ষ্ণা বুদ্ধি যার, তীক্ষ্ণবুদ্ধি।

বহুব্রীহি সমাসের শেষ পদ ঋকারান্ত
ঐকারান্ত অথবা অস্ ভাগান্ত হইলে তদন্তর
ক হয়।

যথা, নদী মাতা যার, নদীমাতৃক। দ্বি পত্নী যার,
দ্বিপত্নীক। অম্প বয়ন্ যার, অম্পবয়স্ক।

দ্বিগু।

যেখানে সংখ্যাবাচক পদ পূর্বে থাকে
এবং সমস্ত পদ দ্বারা সমুদায়ের এক্য বুঝায়
তাহাকে দ্বিগু কহে।

যথা, তিন ভুবনের এক্য, ত্রিভুবন। তিন লোকের
এক্য ত্রিলোকী। চারি যুগের এক্য, চতুষ্রুগ।

অব্যয়ীভাব।

সামীপ্য, শীল, বিনয়, পতি,
পর্যন্ত ইত্যাদি অর্থে যে সমাস হয় তাহার
নাম অব্যয়ীভাব। অব্যয়ীভাব সমাসের পূর্ব
পদ অব্যয় শব্দ।

বধূ, কুলের সমীপে, উপকূল। বনের সমীপে,
উপবন। গৃহে গৃহে, প্রতিগৃহ। কণে কণে, প্রতিকণ।
শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া, বশাশক্তি, সাধ্যকে
অতিক্রম না করিয়া, যথাসাধ্য। বস্ত্রের অভাব নির্বিস্ত্র।
ধর্মের অভাব, অধর্ম। মমূহ পর্য্যন্ত, আসমূহ।
কর্ণপর্য্যন্ত, আকর্ণ।

নিম্ন লিখিত পদ গুলিতে কি কি সমাস আছে বল।

কন্দমূলফল, অনন্ত হতশ্রী, আত্মসমর্পিত, তনো-
হানি, প্রতিদিন, বাম্পাকুললোচন, অপাপ, বধোচিত,
দুষ্টিমানস্ক, হস্তস্থলিত, পাদস্পৃষ্ট, দুষ্টদর্পহাবী,
বাজদত্ত, করযুগ, নিকলক, নিবিস্টমনা অমুতাভিষিক্ত,
ওরুণাকণকিরণ, অপত্যনিবিশেষ, নির্মলমলিলকণা-
সম্প্রস্কৃত, প্রাতিবিষ্কারিতবদন, হর্ষোৎফুল্লনয়ন, ছিন্ন-
মূলতরু, জনশূন্যগহন, ঘরালকুলকল্লোলিত।

সমাপ্ত।
